ধাতুরূপ।

বিভক্তিদ্বারা কাল সম্বলিত ক্রিয়ার পৃথক২ প্রকার-কে ধাতুরূপ কহি। সে ধাতু গৌড়ীয় ভাষাতে নকারান্ত হয়। ঐ সকল ক্রিয়া বাচক ধাতুর পরে প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে- যেমন মারণ এই ধাতু কেবল মারণ ক্রিয়াকে কহে তাহার পরে প্রত্যয়ের দ্বারা নানাবিধ পদের রচনা হয়, যথা ই, ইব, ইলাম, প্রত্যয়ের প্রয়োগ মারণ ধাতুর উত্তর হইয়া ঐ ধাতুর অনভাগের লোপহয় পশ্চাৎ মারি মারিব মারিলাম এই প্রকার রূপ সিদ্ধ হয়। ইহার বিশেষ বিস্তাররূপে পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে। প্রথম পুরুষ দ্বিতীয় পুরুষ তৃতীয় পুরুষ ভেদে প্রত্যয়ের বিপর্য্যয় হয় কিন্তু এক বচন বহু বচন ভেদে প্রত্যয়ের বিপর্য্যয় হয়না, যেমন আমি মারি, আমরা মারি, তুমি মার, তোমরা মার, তিনি মারেন, তাঁহারা মারেন। এবং লিঙ্গের প্রভেদেও প্রত্যয়ের বিপর্য্যয় হয় না, যেমন ভৈরবী ভৈরব কোথা গেল।

গৌড়ীয় ভাষায় ক্রিয়া পদকে তিন প্রকারে বিভাগ করা যায় অর্থাৎ 'অন' যাহার অন্তে থাকে সে প্রথম প্রকার হয়-যেমন মারণ চলন দেখন ইত্যাদি। 'ওন' যাহার অন্তে থাকে সে দ্বিতীয় প্রকার হয়-যেমন খাওন যাওন

ইত্যাদি। 'আন' অন্তে যাহার হয় সে তৃতীয় প্রকার, যেমন-বেড়ান দেখান ইত্যাদি। তাহার মধ্যে প্রভেদ এই যে প্রথমপুরুষে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়ার উত্তর বর্ত্তমান কালে 'ই' প্রত্যয় হইয়া 'অন' আর 'ওন' ভাগের লোপ হয়,যেমন-মারি,খাই। আর তৃতীয় প্রকারের কেবল নকারের লোপ হইয়া 'ই' প্রত্যয় হয়, যেমন বেড়াই, দেখাই। বর্ত্তমানকালে দ্বিতীয় পুরুষে 'অন' ভাগান্ত ক্রিয়ার 'ই' প্রত্যয়ের স্থানে 'অ' হয়, যেমন মার, দেখ ইত্যাদি। আর 'ওন' ভাগান্ত 'আন' ভাগান্ত ক্রিয়ার 'ই' কার স্থানে ও আদেশ হয়, যেমন-খাও, বেড়াও ইত্যাদি।

বর্ত্তমানকালে তৃতীয়পুরুষে প্রথমপ্রকার ক্রিয়ার অনভাগের লোপ হইয়া অন্তে 'এন' প্রয়োগ হয়, যেমন চলেন, দেখেন ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ক্রিয়ার 'ওন' আর নকারের লোপ হইয়া ই প্রত্যয় স্থানে 'ন' আদেশ হয়, যেমন যান, বেড়ান ইত্যাদি।

অতীতকালে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার স্থায়িপ্রকৃতির পরে প্রথম পুরুষে 'ইলাম' দ্বিতীয় পুরুষে 'ইলে' তৃতীয় পুরুষে 'ইলেন' প্রত্যয় হয়, যেমন-মারিলাম, খাইলাম, বেড়াইলাম। মারিলে, খাইলে, বেড়াইলে। মারিলেন, খাইলেন, বেড়াইলেন।

ভবিষ্যৎকালে সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ার স্থায়িপ্রকৃতির পরে প্রথম পুরুষে ' ইব ' দ্বিতীয় পুরুষে ' ইবে ' তৃতীয় পুরুষে ' ইবেন ' ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন-যাইব, খাইব, বেড়াইব। যাইবে, খাইবে, বেড়াইবে। যাইবেন, খাইবেন, বেড়াইবেন ইত্যাদি।

সংযোজন প্রকারে প্রথম পুরুষে ' ইতাম ' দ্বিতীয় পুরুষে ' ইতে ' তৃতীয় পুরুষে ' ইতেন ' এই সকল প্রত্যয় হয়, যেমন-যদি মারিতাম, মারিতে, মারিতেন।

নিয়োজন প্রকারে ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে বর্ত্তমান কালে দ্বিতীয় পুরুষে 'অ' কিম্বা 'অহ' ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন-তুমি মার, মারহ। আর দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ক্রিয়ার 'অ' কিম্বা 'অহ' স্থানে 'ও' ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন খাও, বেড়াও,।

সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে তৃতীয় পুরুষে বর্ত্তমানকালে 'উন' প্রত্যয় হয়, যেমন-মারুন্, খাউন্, বেড়াউন। আর ভবিষ্যৎকালে দ্বিতীয় পুরুষে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার পরে ' ইও ' প্রয়োগ হয়, যেমন মারিও, খাইও, বেড়াইও।

সংযাচন প্রকারে নির্দ্ধারণপ্রকারের ন্যায় রূপ হয় যেমন আমি খাই, যাই, বেড়াই। সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি

প্রকৃতির পরে 'ইতে' ইহার প্রয়োগ হয়, তদ্দ্বারা ক্রিয়ার নিমিত্তকে বুঝাইলে তাহার নাম চত্তম্, আর-ক্রিয়ার কর্ত্তাকে বুঝাইলে কর্তৃনিষ্ঠ বর্ত্তমান কহাযায়, যেমন মারিতে কহ, অর্থাৎ মারিবার নিমিত্ত কহ, আপন পুত্রকে মারিতে তাহাকে আমি দেখিলাম, অর্থাৎ মারণ ক্রিয়া যে কর্ত্তায় বর্ত্তে তাহাকে আমি দেখিলাম।

সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পর 'ইয়া' প্রয়োগ করিলে পূর্ব্বক্রিয়ার অতীতকালবিশিষ্ট ক্রিয়ান্তরকে বোধ করায় ইহাকে ত্বাচশব্দে কহে, যেমন মারিয়া গিয়াছে, খাইয়া যাইবেক, অর্থাৎ যাওন ক্রিয়ার পূর্ব্বে মারণ ও খাওন ক্রিয়া অভিপ্রেত হয়। সেইরূপ 'ইয়া' স্থানে 'ইলে' প্রয়োগ করিলে অন্যের অন্যক্রিয়ার সম্ভাবনা বুঝায় ইহাকে সম্ভাব্য ক্রিয়া কহি, ইহার প্রয়োগ অতীত কালে কিম্বা ভবিষ্যৎকালে হইয়া থাকে কিন্তু তাহার বোধ উত্তর বাক্যস্থ সমাপিকক্রিয়াদ্বারা হয়, যেমন তুমি মারিলে পর আমি মারিলাম, তিনি মারিলে আমি মারিব।

প্রথম প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে 'আ' এবং দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়ার 'ওয়া' প্রয়োগ করিলে ক্রিয়াকে কিম্বা কর্ম্মকে বুঝায় ইহাকে নামধাতু কহি, যেমন-মারা ভাল নহে, অল্প খাওয়া ভাল, খাওয়া ভাত,

কাটা বৃক্ষ ইত্যাদি। 'আ', ওয়া, অন্ত শব্দের রূপ নামের ন্যায় হইয়া থাকে, যেমন মারা, মারাকে, মারাতে, মারার। খাওয়া, খাওয়াকে, খাওয়াতে, খাওয়ার ইত্যাদি।

মারা ক্রিয়ার কর্ম্মে যদ্যপি 'কে' চিহ্নের সংযোগ হইতে পারে তথাপি সমাপিক ক্রিয়ার প্রাধান্য প্রযুক্ত তাহার চিহ্ন গৃহীত হয়, যেমন-সে মারা যাইবেক, এস্থলে মারা ক্রিয়ার কর্ম্ম সে এই পদে 'কে' চিহ্ন না হইয়া যাই-বেক ক্রিয়ার কর্ত্তা জন্য কর্ত্তার রূপ গ্রহণ করিলেক, কিন্তু তৃতীয় প্রকার ক্রিয়ার এরূপ প্রয়োগ হয় না কেবল ক্রিয়া মাত্র বোধের নিমিত্ত 'আন' আর 'আনা' প্রয়োগ হয়, বেড়ান্ বেড়ানা। সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে 'ইবা' ইহার প্রয়োগ হয় যেমন মারিবা, ইহারও, তিন প্রকার রূপ হইয়া থাকে, যথা-মারিবা, মারিবার, মারিবাতে। ধাতুর এই তিন প্রকার রূপ হয়, যেমন মারণ, মারণের, মারণেতে ইত্যাদি। যে তিনপ্রকার ক্রিয়ার অন ওন আন ইহাতে শেষ হয় তাহার রূপে পরস্পর অতি অল্প প্রভেদ আছে একারণ তিন গণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

নিজন্ত ক্রিয়া।

ক্রিয়াকে নিজন্ত অর্থাৎ প্রেরণার্থে প্রয়োগ করিবার

প্রকার এই যে প্রথমপ্রকার ক্রিয়ার নকারের পূর্ব্বে 'আ' যোগ হয়, যেমন-দেখন হইতে দেখান, করণ হইতে করাণ ইত্যাদি। দ্বিতীয়প্রকার ক্রিয়াতে নকারের পূর্ব্বে 'য়া' দিতে হয়, যেমন-খাওন হইতে খাওয়ান। তৃতীয়প্রকার ক্রিয়া নিজন্ত হয় না, যেমন-বেড়ান। নিজন্ত ক্রিয়াতে অনিজন্ত কালীন যে কর্ত্তা তিনি যদি কর্ম্ম হয়েন তথাপি তদন্তঃপাতি অনিজন্ত ক্রিয়াতে তাহার প্রাধান্য নিজন্ত কর্ত্তার অপ্রাধান্য থাকে, যেমন-তিনি ব্যাকরণ পড়েন, এই বাক্যে তিনি কর্ত্তা এবং প্রধান, এবং যখন ঐ পড়ন ক্রিয়া 'আ' যোগের দ্বারা নিজন্ত হয়, যেমন-আমি তাহাকে ব্যাকরণ পড়াই, তৎকালে 'তাহাকে' এই পদ কর্ম্ম হইয়াও পড়ন ক্রিয়াতে প্রধান হয়।

নিজন্তক্রিয়ারূপ তৃতীয়প্রকার ক্রিয়াপদের ন্যায় হয়, যেমন-দেখাই, খাওয়াই ইত্যাদি।

তৃতীয় প্রকার ক্রিয়ার ও নিজন্তক্রিয়ার প্রথম প্রকার নামধাতু হয়না কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার নামধাতু হয়, যেমন-বেড়াইবা, বেড়াইবার, বেড়াইবাতে। বেড়ান অথবা বেড়ান্, বেড়ানের, বেড়ানেতে। দেখাইবার, দেখাইবাতে। দেখান, দেখানতে।

পূর্ব্বলক্ষণের উদাহরণ সকল বিশেষরূপে দেখাইবার

নিমিত্ত মারণক্রিয়ার রূপ লেখাযাইতেছে। নির্দ্ধারণ প্রকারে ক্রিয়ার তিনকাল হয়, অন্য ক্রিয়ার সংযোগাধীন অধিক হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ পরে ব্যক্ত হইবে।

নির্দ্ধারণ প্রকার।

বর্ত্তমান কাল।

একবচন ওবহুবচন।

আমি কিম্বা আমরা মারি, তুমি কিম্বা তোমরা মার, তিনি কিম্বা তাহারা মারেন।

যে ক্রিয়া অবাধে হইয়াথাকে সেই ক্রিয়াতে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগে কখন২ কালকে না বুঝাইয়া ক্রিয়ামাত্র বুঝায়,যেমন-আমি প্রাতঃকালে পড়ি, অর্থাৎ অবাধে প্রাতে পড়িয়া থাকি।

অতীত কাল।

আমি কিম্বা আমরা মারিলাম, তুমি কিম্বা তোমর মারিলে, তিনি কিম্বা তাহারা মারিলেন।

ভবিষ্যৎকাল।

আমি কিম্বা আমরা মারিব, তুমি কিম্বা তোমরা মারিবে, তিনি কিম্বা তাহাঁরা মারিবেন।

সংযোজন প্রকার।

বর্ত্তমান কাল।

একবচন ও বহুবচন।

যদি আমি কিম্বা আমরা মারি। যদি তুমি কিম্বা তোমরা মার। যদি তিনি কিম্বা তাহাঁরা মারেন।

অতীতকাল।

যদি আমি কিম্বা আমরা মারিতাম। যদি তুমি কিম্বা তোমরা মারিতে। যদি তিনি কিম্বা তাহাঁরা মারিতেন। সংযোজন প্রকারে ভবিষ্যৎকালনাই যেহেতু বর্ত্তমানকাল সম্ভাব্যরূপে ভবিষ্যৎকালকে কহে, যেমন-যদি আমি কহি, অর্থাৎ এক্ষণে অথবা পরক্ষণে যদি কহি।

নিযোজন প্রকার।

বর্ত্তমান কাল।

একবচন ও বহুবচন।

দ্বিতীয় পুরুষ।	তুমি, তোমরা মার, অথবা মারহ।
তৃতীয় পুরুষ।	তিনি, তাহাঁরা মারুন।

ভবিষ্যৎকাল।

দ্বিতীয় পুরুষ।	তুমি, তোমরা মারিও।

সংযাচন প্রকার।

বর্ত্তমান কাল।

একবচন বহুবচন।

প্রথম পুরুষ। আমি মারি, আমরা মারি।

ঐ সংযাচন প্রকার দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পুরুষের উদ্দেশে হইলে নিয়োজন বোধক হয় অতএব ইহার রূপ পৃথক হয় না।

ভবিষ্যৎকাল।

প্রথম পুরুষ। আমি, আমরা মারিব।

চতুম।

মারিতে

কর্ত্তৃনিষ্ঠ বর্ত্তমান।

মারত, মারিতে২

ক্ত্বাচ।

মারিয়া

সম্ভাব্য ক্রিয়া।

মারিলে

প্রথম নামধাতু।

মারা, মারাকে, মারাতে, মারার।

দ্বিতীয় নামধাতু।

মারিবা, মারিবায়-মারিবাতে, মারিবার।

তৃতীয় নামধাতু।

মারণ, মারণকে, মারণে-মারণেতে, মারণের।

আছন-সহকারি ক্রিয়া, ইহার সংপূর্ণরূপ হয়না। কেবল নির্ধারণ প্রকারে বর্ত্তমান ও অতীতকালে রূপ হইয়া থাকে।

নির্ধারণ প্রকার।

বর্ত্তমান।

আমি, আমরা আছি। তুমি, তোমরা আছ। তিনি, তাঁহারা আছেন।

অতীত কাল।

আমি, আমরা ছিলাম। তুমি, তোমরা ছিলে। তিনি, তাঁহারা ছিলেন।

অতীত কালে আছেন ক্রিয়ার আকারের লোপ হইয়া থাকে কিন্তু পদ্যে প্রায় হয়না।

হওন, যাওন এই দুই ক্রিয়া যাহা দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াতে গণিত হয়, ইহার নানাবিধ অর্থে ভূরি প্রয়োগ হইয়াথাকে, একারণ পৃথক করিয়া রূপ করাযাইতেছে।

হওন ক্রিয়া।

নির্দ্ধারণ প্রকার।

বর্ত্তমান।

আমি, আমরা হই। তুমি, তোমরা হও। তিনি, তাহারা হয়েন।

অতীত কাল।

আমি, আমরা হইলাম। তুমি, তোমরা হইলে। তিনি, তাঁহারা হইলেন।

ভবিষ্যৎ কাল।

আমি, আমরা হইব। তুমি, তোমরা হইবে। তিনি, তাঁহারা হইবেন।

সংযোজন প্রকার।

বর্ত্তমান।

যদি আমি, আমরা হই। যদি তুমি, তোমরা হও। যদি তিনি, তাঁহারা হয়েন।

অতীত কাল।

যদি আমি, আমরা হইতাম। যদি তুমি, তোমরা হইতে। যদি তিনি, তাঁহারা হইতেন।

নিযোজন প্রকার।

বর্ত্তমান।

তুমি হও, তিনি হউন।

ভবিষ্যৎ কাল।

তুমি হইও।

সংশ্বাচন প্রকার।

বর্ত্তমান কাল।

আমি, আমরা হই।

ভবিষ্যৎ কাল।

আমি আমরা হইব।

চত্তম।

হইতে।

কর্ত্তৃনিষ্ঠ বর্ত্তমান।

হইতে২, হওত।

ক্ত্বাচ।

হইয়া।

সম্ভাব্য ক্রিয়া।

হইলে।

প্রথম নামধাতু। হওয়া, হওয়ার, হওয়াতে।

দ্বিতীয় নামধাতু। হইবা, হইবার, হইবাতে।

তৃতীয় নামধাতু। হওন, হওনের, হওনেতে।

যাওন ক্রিয়া।

নির্দ্ধারণ প্রকার।

বর্ত্তমান কাল!

আমি, আমরা যাই। তুমি, তোমরা যাও। তিনি, তাঁহারা যায়েন।

নির্দ্ধারণ প্রকারে অতীতকালে আর সম্ভাব্য ক্রিয়াতে যাই ইহার স্থানে 'গে' আদেশ হয়, আর ক্ত্বাচে 'গি' হইয়া-থাকে কিন্তু অন্য ক্রিয়ার সংযোগ বিনা 'গি' আদেশের নিত্যতা নাই, যেমন-গিয়া কিম্বা যাইয়া।

অতীত কাল।

আমি কিম্বা আমরা গেলাম। তুমি, কিম্বা তোমরা গেলে। তিনি কিম্বা তাঁহারা গেলেন।

ভবিষ্যৎ কাল।

আমি, আমরা যাইব। তুমি, তোমরা যাইবে। তিনি, তাঁহারা যাইবেন।

সংযোজন প্রকার।

বর্ত্তমান কাল।

যদি আমি, আমরা যাই। যদি তুমি, তোমরা যাও। যদি তিনি, তাঁহারা যায়েন।

অতীত কাল।

যদি আমি, আমরা যাইতাম। যদি তুমি, তোমরা যাইতে। যদি তিনি, তাঁহারা যাইতেন।

নিযোজন প্রকার।

বর্ত্তমান।

তুমি, তোমরা যাও। তিনি, তাঁহারা যাউন।

ভবিষ্যৎ কাল।

তুমি, তোমরা যাইও।

সংযাচন প্রকার।

আমি, আমরা যাই।

ভবিষ্যৎ কাল।

আমি, আমরা যাইব।

চত্তুম।

যাইতে।

কর্তৃনিষ্ট বর্ত্তমান।

যাইতে২, যাওত।

ক্ত্বাচ।

গিয়া অথবা যাইয়া।

সম্ভাব্য ক্রিয়া।

যাইলে, গেলে।

প্রথম নামধাতু। যাওয়া, যাওয়ার, যাওয়াতে।
দ্বিতীয় নামধাতু। যাইবা, যাইবার, যাইবাতে।
তৃতীয় নামধাতু। যাওন, যাওনের, যাওনেতে।

সংযোগ ক্রিয়া।

ক্রিয়াপদে কর্তৃনিষ্ঠ বর্ত্তমানের এবং ক্তাচের কালগত কোন বিশেষ জানাইবার নিমিত্ত আছন এই সহকারি ক্রিয়ার সংযোগ হয় তৎকালে আছন ক্রিয়ার আকারের লোপ হইয়া থাকে, যেমন-মারিতেছি-অর্থাৎ মারিতে এবং আছি এ দুইয়ের সংযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। মারিতে ছিলাম-অর্থাৎ মারিতে ও আছিলামের যোগেহইয়াছে। মারিয়াছি-অর্থাৎ মারিয়া ও আছি এ দুইয়ের যোগে হইয়াছে। মারিয়াছিলাম, মারিয়া ও আছিলাম ইহার সংযোগে হইয়াছে। এই চারি প্রকার সংযোগ ক্রিয়ার নির্ধারণ প্রকারের যে তিন কাল পূর্ব্বে কহিয়াছি তাহা হইতে অধিক চারি কালরূপে সাধারণ ব্যবহারেআইসে, বস্তুত ইহা ক্রিয়াদ্বয়ের সংযোগে হয়, পৃথককাল নহে।

নির্ধারণ প্রকার। বর্ত্তমান কাল।

মারিতেছি, মারিতে আর ছি অর্থাৎ ক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছে সমাপ্তি হয় নাই। আমি, আমরা মারিতেছি। তুমি, তোমরা মারিতেছ। তিনি, তাঁহারা মারিতেছেন।

অতীত কাল।

দ্বিতীয় প্রকার কাল। মারিতে ছিলাম, অর্থাৎ মারিতেওছিলাম এ দুইয়ের সংযোগে হয়, ফলত অতীত কালে ক্রিয়া উপস্থিত ছিল যাহা সম্পূর্ণ না হইয়াথাকে অথবা সম্পূর্ণ হইয়াছে কি না এমৎ অভিপ্রেত নাহয়। আমি, আমরা মারিতে ছিলাম। তুমি, তোমরা মারিতে ছিলে। তিনি, তাঁহারা মারিতেছিলেন।

তৃতীয় প্রকার কাল। মারিয়াছি, অর্থাৎ অতীতকালে ক্রিয়ার সম্পূর্ণতা হইয়াছে। আমি, আমরা মারিয়াছি। তুমি, তোমরা মারিয়াছ। তিনি, তাঁহারা মারিয়াছেন।

চতুর্থ প্রকার কাল। মারিয়াছিলাম, মারিয়াও ছিলামের সংযোগে হয়, অর্থাৎ ক্রিয়া অতীত কালে নিষ্পন্ন হইয়াছে কিন্তু তাহার পর ক্রিয়ান্তরের সম্ভাবনা আছে, যেমন মারিয়াছিলাম সে লজ্জা পাইল না। আমি, আমরা মারিয়াছিলাম। তুমি তোমরা মারিয়াছিলে। তিনি তাঁহারা মারিয়াছিলেন। কর্তৃনিষ্ঠ বর্তমান ও ক্ত্বাচের সহিত আছি-ক্রিয়ার সংযোগদ্বারা উক্তপ্রকার রূপ হয়। ইহাতে মনোযোগ দ্বারা পাঠকেরা জানিতে পারিবেন যে অন্য২ ক্রিয়ার সহিত অর্থ সঙ্গতি থাকিলে ঐ দুইয়ের একের সংযোগাধীন সেই২ ক্রিয়ারও রূপ হইয়াথাকে, যেমন-মারিয়া

ও ফেলি ইহার যোগে মরিয়াফেলি,মারিতেচাহি,ইহা মারি- তে ও চাহি এদুইয়ের সংযোগে হইয়াছে। যাইতে পারি, অর্থাৎ যাইতে ও পারি ইহার সংযোগে হইয়াছে। মারিতে লাগি,অর্থাৎ মারিতে আরম্ভ করি! কিন্তু ইহা শিষ্ট প্রয়োগ নহে। মারিয়া থাকি, অর্থাৎ সময়ে২ মারি, মারিতে যাই। এইরূপ অর্থ সঙ্গতি ক্রমে নানাক্রিয়ার রূপ হইতে পারে অতএব তন্নিমিত্তে পৃথক২ ক্রিয়া প্রকারের আধিক্য করণে প্রয়োজন নাই।

এক কাল স্থানে অন্য কালকে কখন২ লক্ষণা করিয়া ব্যবহার করাযায়, কিন্তু প্রকরণদ্বারা তাহার জ্ঞান হয়, যেমন অন্ন আসিয়াছে, ইহার উত্তরে ' আইল ' ইহা বর্ত্ত- মান কাল স্থানীয় হয়, অর্থাৎ অন্ন আসিতেছে। আর, যে পর্য্যন্ত আমি থাকি সে পর্য্যন্ত তুমি থাকিবে, এস্থলে থাকি ইহা বর্ত্তমান কাল হইয়াও ভবিষ্যৎকাল স্থানীয় হইয়াছে, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত আমি থাকিব সে পর্য্যন্ত তুমি থাকিবে। আপনি করিবেন অথবা আপনি দিবেন,ইহা ভবিষ্যৎকাল হইয়াও সম্মানস্থলে বর্ত্তমান অনুজ্ঞাকে বুঝায়, অর্থাৎ আপনি করুণ, আপনি দেউন। ইহাতে বিশেষ রূপে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য যে সম্মান অভিপ্রেত হইলে দ্বিতীয় পুরুষ তুমি ইহার স্থানে তৃতীয় পুরুষ আপনি অথবা

মহাশয় ইত্যাদি প্রয়োগ করাযায় সেস্থলে ক্রিয়ার প্রয়োগও তৃতীয় পুরুষের হইবেক, যথা-আপনি দিতেছেন, মহাশয় করিয়াছেন, অর্থাৎ তুমি দিয়াছ, তুমি করিয়াছ। যখন তুচ্ছতা অভিপ্রেত হইবেক তখন তুমি স্থানে তুই আদেশ হয়, ইহা &পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, ইহার সহিত অন্বিত যে ক্রিয়া তাহার বিভক্তির পরিবর্ত্ত হয়, বর্ত্তমানকালে দ্বিতীয় পুরুষীয়ক্রিয়ার 'অ' এবং 'ও' স্থানে 'ইস্' আদেশ হয়, যেমন তুমি মার, এস্থলে তুই মারিস্, আছ স্থানে আছিস্, খাও--খাইস্, দেখাও--দেখাইস্। সেইরূপ সংযোজন প্রকারেও জানিবে, অর্থাৎ তাহার 'অ' 'ও' 'এ' স্থানে ইস্ হইয়াথাকে, যেমন যদি তুমি মার ইহার স্থানে যদি তুই মারিস্, যদি তুমি খাও ইহার স্থানে যদি তুই খাইস্, এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে, যদি তুমি মারিতে ইহার স্থানে যদি তুই মারিতিস্ এরূপ কহাযায়।

অতীতকালে দ্বিতীয় পুরুষের একার স্থানে ইকার হয়, যেমন তুমি মারিলে ইহার স্থানে তুই মারিলি প্রয়োগ হয়,ছিলে স্থানে ছিলি, মারিতে ছিলে ইহার স্থানে

& ৩৭ পত্রে

মারিতে ছিলি, মারিয়াছিলে ইহার স্থানে মারিয়া ছিলি ; কিন্তু মারিয়াছ ইহা অতীত কাল হইয়া মারিয়া আর আছ এ দুইয়ের সংযোগে হয়, অতএব বর্ত্তমান কালের ন্যায় ইস্ ইহার সংযোগ হইয়া মারিয়াছ ইহার স্থানে মারিয়াছিস্ এরূপ প্রয়োগ হয়। ভবিষ্যৎ কালেও দ্বিতীয়পুরুষের একার স্থানে 'ই' আদেশ হয়, যেমন মারিবে ইহার স্থানে মারিবি এতদ্রূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

নিযোজন প্রকারে শেষের স্বরের লোপ হয়, যেমন মার স্থানে মার্, খাও স্থানে খা প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ভবিষ্যৎকালে অন্ত্য স্বর স্থানে 'স' আদেশ হইয়া থাকে, যেমন মারিও ইহার স্থানে মারিস্ কহাযায়।

এরূপ তুচ্ছত্ব বোধক প্রয়োগ সকল লিখনে কদাচ ব্যবহৃত হয়না কেবল অভিমানি প্রভুরা কথোপকথনে অথবা ক্রোধাবেশে ব্যবহার করিয়া থাকেন, অতএব নানাজাতীয় প্রয়োগদ্বারা গ্রন্থের সম্পূর্ণতানুরোধে সংগৃহীত হইল।

তৃতীয় পুরুষের উল্লেখসময়ে সম্মান অভিপ্রেত না হইলে ঐ তৃতীয় ব্যক্তি স্থানে সে, ও, এ, যে, ইহা প্রয়োগ করাযায়,* (যাহা পূর্ব্বে কহা গিয়াছে) এবং তৃতীয় পুরুষীয়

---

* ৩৭। ৩৮ পত্র

ক্রিয়া তাহার সহিত অন্বিত হইলে নির্দ্ধারণ ও সংযোজন প্রকারে বর্ত্তমানকালে নকারের লোপ হইবেক, এবং অতীতকালে নকারের পূর্ব্বস্থিত একার অকারে পরিবর্ত্তিত হয়, যেমন বর্ত্তমান কালে মারেন ইহার স্থানে মারে, মারিতেছেন ইহার স্থানে মারিতেছে ইহা প্রয়োগ হয়। অতীতকালে মারিলেন ইহার স্থানে মারিল, মারিতে-ছিলেন ইহার স্থানে মারিতেছিল, আর মারিয়াছিলেন ইহার স্থানে মারিয়াছিল। ভবিষ্যৎকালে মারিবেন ইহার স্থানে মারিবে। মারিয়াছেন-বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ, মারিয়া আর আছেন ইহার সংযোগে হয়, এনিমিত্তে কেবল নকারের লোপ হয়, একার স্থানে অকার হয় না, অতএব মারিয়াছেন ইহার স্থানে মারিয়াছে এরূপ কহা যায়। কিন্তু বিশেষ এই যে মনুষ্য কর্ত্তা হইলে তুচ্ছত্ব বোধ হইবেক, পশ্বাদি কর্ত্তা হইলে স্বভাবত উক্ত প্রকার প্রয়োগ হইবেক।

নিয়োজন প্রকারে তৃতীয় পুরুষে অন্ত্য নকারস্থানে ক আদেশ হয়, যেমন মারুন ইহার স্থানে মারুক প্রয়োগ হইয়া থাকে।

কখন ভবিষ্যৎকালে ও অতীতকালে তৃতীয়পুরুষে তুচ্ছতা অভিপ্রেত হইলে নকার স্থানে ক আদেশ হয়,

যেমন মারিবেন এস্থলে মারিবেক ও মারিবে এই উভয় প্রকার প্রয়োগ হয়, আর মারিলেন এস্থলে মারিলেক ও মারিল প্রয়োগ হইয়া থাকে।

যে ক্রিয়ার প্রকৃতি অবিচ্ছেদে উচ্চারিত হয় অথবা বিচ্ছেদদ্বয়ে যে ক্রিয়ার প্রকৃতি উচ্চারিত এবং নকারান্ত হয় কিন্তু সে নকার রূপকালে থাকে না তাহার বর্ত্তমান কালের তৃতীয় পুরুষে নকারস্থানে তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত হইলে 'য়' আদেশ হয়, যেমন খান স্থানে খায় প্রয়োগ হয়, যাওন হইতে যান তাহার নকার স্থানে 'য়' আদেশ হইয়া 'যায়' প্রয়োগ হয়, সেইরূপ কামান ক্রিয়ার স্থানে 'কামায়' ইহা প্রয়োগ হয়।

নিজন্ত যাবৎক্রিয়ার বিচ্ছেদদ্বয়ে উচ্চারণ হয় এপ্রযুক্ত অব্যবহিত পূর্ব্ব লিখিত নিয়মের অন্তর্গত হইল, যেমন দেখান ক্রিয়া হইতে দেখান ইহার স্থানে 'দেখায়' হয়, কিন্তু যে ক্রিয়া দুই বিচ্ছেদের অধিক বিচ্ছেদে উচ্চারিত হয়, যেমন সামালুন এসকলকে পূর্ব্ব লিখিত সর্ব্ব সাধারণ নিয়মের অন্তঃপাতী জানিবে, অর্থাৎ বর্ত্তমানকালে তৃতীয়পুরুষে তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত হইলে কেবল নকারের লোপ হয়, যেমন বাখানেন ইহার স্থানে বাখানে, আর সামালেন ইহার স্থানে সামালে, এরূপ প্রয়োগ হইয়া

থাকে। তৃতীয় পুরুষের তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত হইলে, সে, ও, এ, যে, ইত্যাদির ভূরি প্রয়োগ হইয়া থাকে একারণ ইহার সহিত অন্বিত ক্রিয়ারও বহুপ্রকার পরিবর্ত্ত হয়, এনিমিত্ত ইহা বিশেষরূপে লিখিত হইল।

আমি ইহার স্থানে ইতর লোকে মুই কহিয়া থাকে, কিন্তু ইহার সহিত অন্বিত ক্রিয়ার রূপের পরিবর্ত্ত হয় না, যেমন আমি মারি, অথবা মুই মারি, আমি অথবা মুই মারিলাম, আমি অথবা মুই মারিব, অতএব এবিষয়ে অধিক লিখনের প্রয়োজন নাই।

হইতে ও হইয়া আর যাইতে ও গিয়া ইহাদের আছন ক্রিয়ার সহিত সংযোগ হইলে অন্য চারি প্রকার প্রয়োগহয়, যেমন হইতেছি ও যাইতেছি ইত্যাদি। হইতে ছিলাম ও যাইতে ছিলাম ইত্যাদি। হইয়াছি ও গিয়াছি ইত্যাদি। হইয়াছিলাম ও গিয়াছিলাম ইত্যাদি।

অভাবার্থ।

গৌড়ীয়ভাষাতে নির্দ্ধারণ প্রকারে ক্রিয়াপদের অন্তে 'না' সংযোগদ্বারা অভাবার্থ প্রতীত হয়।

বর্ত্তমান কাল।

আমি আমরা করিনা, তুমি তোমরা করনা, তিনি তাঁহারা করেন না, উক্তরূপে এইবর্ত্তমানকাল অতীতকালের

অর্থেও প্রয়োগ হয় যেমন আমি করিনা, অর্থাৎ বর্ত্তমান কালে এবং অতীত কালে করিনা, কিন্তু যখন না স্থানে নাই প্রয়োগ হয়, তখন অতীত কালীয় ক্রিয়ার অভাব নিশ্চিত রূপে অভিপ্রেত হইবেক, যেমন আমি করিনাই, অর্থাৎ কদাপি করিনাই, অতএব এই বর্ত্তমান কালীয় অভাব পদ অতীত কালের অর্থে দুইপ্রকারে ব্যবহার হইয়া থাকে।

নিযোজন প্রকারের বর্ত্তমান কালীয় ক্রিয়াতে 'না' প্রয়োগ হইলে ঐ ক্রিয়াতে বক্তার প্রার্থনা অভিপ্রেত হয়, যেমন করনা, অর্থাৎ আমার প্রার্থনা এই যে তুমি এ কর্ম্ম কর, করুন না, অর্থাৎ আমার প্রার্থনা এই যে তিনি করেন, কিন্তু নিযোজন প্রকারের ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াতে 'না' সংযোগ হইলে বর্ত্তমান কালেরও নিষেধ অভিপ্রেত হইবেক, যেমন করিওনা, যাইওনা, অর্থাৎ এক্ষণেও না যাও, পরেও না যাও। নির্দ্ধারণ ও নিযোজন ও সংযাচন প্রকারের ক্রিয়া ব্যতিরেকে সর্ব্বত্র 'না' ইহার সংযোগ পদের প্রায় হয় না পূর্ব্বে হয়, যেমন যদি না হয় যদি না যায়, নাকরিতে নাকরিয়া নাকরিলে নাকরা ইত্যাদি। কেবল সংযোজন প্রকারে প্রথম ক্রিয়ার পূর্ব্বে প্রায় 'না' আসিয়া থাকে, আর পরের ক্রিয়াতে প্রায় পরে আইসে। যদি

আমি না যাই তবে তিনি আসিবেন না, যদি আমি তোমাকে না দেখিতাম তবে তুমি আসিতে না।

আছি, আছ, আছেন এই তিন বর্ত্তমানকালীয় পদের অভাব অর্থ অভিপ্রেত হইলে কেবল 'নাই' শব্দ প্রয়োগ হয়, যেমন আমি নাই, তুমি নাই, তিনি নাই। সেইরূপ 'নহি' 'নহে' এদুই শব্দ ক্রিয়ার অভাবার্থে বর্ত্তমান কালীয় প্রথমপুরুষ স্থানে ব্যবহারে আইসে, 'নহ' 'নও দ্বিতীয় পুরুষ স্থানে, 'নহেন' 'নন' ইহা তৃতীয় পুরুষ স্থানে ব্যবহার করাযায়, যেমন আমি নহি, আমি নই, তুমি নহ, তুমি নও, তিনি নহেন, তিনি নন, ইত্যাদি।

কর্ম্মণি বাচ্য।

সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মপদ কর্ত্তৃপদ স্থানীয় হয়, যেমন তিনি ধরাগেলেন, গৌড়ীয় ভাষাতে অন্য২ সাধু ভাষার ন্যায় কর্ম্ম প্রয়োগে পৃথক ক্রিয়াপদে বিশেষ নাই, কিন্তু সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম পদের বিশেষণরূপে মারা ধরা ইত্যাদিকে যাই ইত্যাদি ক্রিয়ার সহিত সংযোগ করিয়া সেই অর্থকে সিদ্ধ করে। যে সংজ্ঞা কিম্বা প্রতি সংজ্ঞা যাহা কর্ম্ম রূপে ক্রিয়াপদের সহিত ঐক্য থাকে তাহারই সহিত যাই ক্রিয়ার তাবৎ কালের প্রত্যেক পদে অন্বয় করাযায়, যেমন নির্দ্ধারণ প্রকারে, আমি মারা যাই, তুমি মারাযাও,

তিনি মারা যান। আমি ধরা গেলাম, তুমি ধরাগেলে, তিনি ধরাগেলেন। আমি ধরা যাইব, তুমি ধরাযাইবে, তিনি ধরা যাইবেন। আমি ধরা যাইতেছি, আমি ধরা যাইতে ছিলাম, আমি ধরা গিয়াছি, আমি ধরা গিয়াছিলাম। সংযোজন প্রকারের অতীত কালে আমি ধরা যাইতাম ইত্যাদি। সম্ভাবন প্রকারে আমি ধরাযাই আমি ধরা যাইব।

নিয়োজন প্রকার।

বর্ত্তমান। তুমি ধরাযাও, তিনি ধরা যাউন।

ভবিষ্যৎ। তুমি ধরা যাইও।

চতুম ও কর্ত্তৃনিষ্ঠবর্ত্তমান।

ধরা যাইতে।

ত্বাচ।

ধরা গিয়া।

সম্ভাব্য ক্রিয়া।

ধরাগেলে।

প্রথম নামধাতু। ধরাযাওয়া, ধরাযাওয়ার, ধরাযাওতে।

দ্বিতীয় নাম ধাতু। ধরা যাইবা, ধরাযাইবাতে, ধরাযাইবার।

তৃতীয় নাম ধাতু। ধরাযাওন, ধরাযাওনের, ধরাযাওনে।

যদ্যপিও অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মপদ নাই, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষাতে তৃতীয় পুরুষের ন্যায় রূপ হইয়া থাকে, যেমন চলাযায়, খাওয়াযায়, বসাযায় ইত্যাদি। চলাযায় ইহা প্রায় চলা যাইতে পারে ইহার সহিত সমানার্থ হয়। চলাগেল অর্থাৎ চলন ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

এই রূপ পদ সকর্ম্মক ধাতু হইতেও নিষ্পন্ন হয়, যেমন করাযায়, মারাযায়, ইহাও কেবল তৃতীয় পুরুষের ন্যায় হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল ক্রিয়া নিষ্পন্নমাত্র হইল ইহা বুঝায়। কর্ম্মণি বাচ্যে বিশেষত ভবিষ্যৎকালে ক্রিয়াকর্ত্তার উল্লেখ না হইলে উত্তম পুরুষই প্রায় তাহার কর্ত্তা বোধহয়, যেমন-টাকা দেওয়া যাইবেক অর্থাৎ আমার দ্বারা টাকা দত্ত হইবেক ইত্যাদি।

যখন দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়াকে কর্ম্মণি বাচ্যে রূপ করাযায়, * (যাহার বিবরণ করা গিয়াছে) তৎকালে যে মুখ্য কর্ম্ম অভিপ্রেত হইবেক, তাহাই উক্ত হয়, আর দ্বিতীয়কর্ম্ম কর্ম্মপদের ন্যায় থাকিবেক, যেমন রামকে টাকা দেওয়াগেল, এ স্থানে টাকা যে মুখ্য কর্ম্ম তাহাই উক্ত হইল, 'রামকে' যাহা দ্বিতীয়কর্ম্ম হয়, সে পূর্ব্ববৎ থাকিল।

---

* ৮ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে

নিজন্ত।

নিজন্ত ক্রিয়াসকলের রূপ কর্ত্তৃবাচ্যে যে নিয়মে হয়* তাহার বিবরণ বলাগিয়াছে কিন্তু অর্থবোধের কাঠিন্য প্রযুক্ত কর্ম্মণি বাচ্যে তাহার প্রয়োগ প্রায় হয়না, কদাচিৎ নিজন্তক্রিয়া যাইতেছে এই তৃতীয় পুরুষীয় ক্রিয়াতে সংযুক্ত হইয়া তৃতীয় পুরুষের স্থানীয় রূপ হয়, যেমন দেখান যাইতেছে, অর্থাৎ দেখান ক্রিয়া হইতেছে।

মরণ ক্রিয়া ব্যতিরেকে যাবৎ অকর্ম্মক ধাতু আছে তাহার কর্ত্তা ঐ ক্রিয়ার নিজন্ত অবস্থায় কর্ম্মহয়, যেমন রাম চলেন, রামকে চালাই! সেই রূপ সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তা ঐ ক্রিয়া নিজন্ত হইলে তাহার কর্ম্ম হয়, যদি ঐ নিজন্ত অবস্থাতে ক্রিয়া তাহাকে ব্যাপে, নতুবা নিজন্ত ক্রিয়ার করণ হয়, যেমন রাম খান, আমি রামকে খাও-য়াই, এ স্থলে খাওয়ান ক্রিয়া রামকে ব্যাপিয়াছে একা-রণ রাম কর্ম্ম হইল। রাম ঘট গড়েন, আমি রামের দ্বারা ঘট গড়াই, এ স্থলে গড়ান ক্রিয়া রামকে ব্যাপিল না, এ নিমিত্ত রাম করণ হইল।

ক্রিয়ার আদিস্বর 'ই' কিম্বা 'উ' হইলে তাহার নিজন্ত অবস্থায় 'ই' একারে, 'উ' ওকারে পরিবর্ত্ত হয়, যেমন লিখি, লেখাই, উঠি, ওঠাই ইত্যাদি।

---

* ৫২ পৃষ্ঠের ২০ পংক্তিতে

প্রশ্ন প্রকরণ।

ক্রিয়ার শেষস্বরের গুরু উচ্চারণ দ্বারা প্রশ্নের প্রতীতি হয়, ক্রিয়ার আকারের প্রভেদ কিম্বা অন্য কোন অব্যয় কিম্বা কোন শব্দ সংযোগের প্রয়োজন রাখেনা, যেমন তুমি যাইতেছ। তুমি গিয়াছিলে। আর কখন প্রশ্ন-দ্যোতক শব্দ যে 'কি' তাহা ক্রিয়ার পূর্ব্বে কিম্বা পরে কখন বা ক্রিয়ার পরে 'কিনা' অথবা ক্রিয়ার পূর্ব্বে 'কি' অন্তে 'না' কিম্বা ক্রিয়ার অন্তে কেবল 'না' শব্দ নিঃক্ষেপদ্বারা প্রশ্নের প্রতীতি হয়, যেমন তুমি কি যাবে। তুমি যাবে কি। তুমি কিনা যাবে। তুমি কি যাবে না। তুমি যাবে না। আর কি স্থানে কখন 'নাকি' প্রয়োগ করাযায় যখন প্রশ্ন কর্ত্তা ক্রিয়া বিষয়ের কোন উল্লেখ জানিয়া থাকে, যেমন-তুমি নাকি যাবে। অর্থাৎ তোমার যাইবার কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছি তদর্থে প্রশ্ন করিতেছি।

কখন ক্রিয়া দ্বিরুক্ত হয় তাহার এক ভাবার্থে দ্বিতীয় অভাবার্থে হইয়া থাকে, আর প্রশ্নের দ্যোতক কি শব্দকে তাহাদের মধ্যে রাখাযায়, যেমন তুমি যাবে কি না যাবে অর্থাৎ তুমি যাবে কিনা।

নিয়মের অতিক্রম।

থাকন ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ কাল যদি অন্য কোন ক্রিয়ার ঢ্যাচের সহিত সংযুক্ত হয় তবে অতীত কালের ক্রিয়োৎ-

পত্তিকে সন্দিগ্ধ রূপে কহে, যেমন আমি তাহাকে মারিয়া থাকিব, অর্থাৎ আমার অনুমান হইতেছে যে আমি তাহাকে মারিয়াছি।

আইসন ক্রিয়ার ইকার চ্যুত হয়, যেমন আমি আমিয়াম, আমি আসিব, কিন্তু নির্ধারণ প্রকারের বর্ত্তমান কালে এবং নিয়োজন প্রকারের বর্ত্তমান দ্বিতীয় পুরুষে ইকারের চ্যুতি হয়না, যেমন আমি আইসি, তুমি আইস তিনি আইসেন। সেইরূপ আইসন ক্রিয়ার 'স' কথোপকথনে অতীত কালে এবং সম্ভাব্য ক্রিয়ার ভূরিস্থলে লোপ হয়, যেমন আমি আইলাম, তুমি আইলে। দেওন ক্রিয়া যদ্যপিও দ্বিতীয় প্রকারীয় হয় তথাপি ইহার স্থানে দন্ আদেশ হইয়া রূপহয়, যেমন আমি দি, আমি দিলাম, কিন্তু নির্ধারণ প্রকারে বর্ত্তমান কালে দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষে এবং নিয়োজন প্রকারে ও নাম ধাতু পদে পূর্ব্বের নিয়মানুসারে রূপ হইয়া থাকে, যেমন দি, দেন, দেয়, দেও, দেউন ও দেউক, দেওয়া। সেইরূপ নেওন অর্থাৎ গ্রহণ কিম্বা ধরণ তাহার রূপ দেওন ক্রিয়ার ন্যায় জানিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বের লিখিত স্থান সকলে নন্ আদেশ হয়, যেমন আমি নি, আমি নিলাম, আমি নিব, এবং নেও, নেউন ইত্যাদি।

লওন গ্রহণ কিম্বা অঙ্গীকার করণ যাহা দ্বিতীয় প্রকারীয় ধাতু হয়, একারণ তদনুসারে রূপ হইয়া থাকে, যেমন লই, লও, লন ইত্যাদি।

কোনং ক্রিয়ার প্রথম স্বর উকার, নির্ধারণ প্রকারে বর্ত্তমান কালের তৃতীয় পুরুষে ও নিযোজন প্রকারে দ্বিতীয় পুরুষে এবং নামধাতু পদে ওকারের সহিত পরিবর্ত্ত হয়, যেমন সে ধোয়, তুমি ধোও, ধোয়া, ইহা ধুওন ধাতুর রূপ হইল। পেওন দ্বিতীয় প্রকারীয় ধাতু হয়, পরের লিখিত পদের রূপ হইয়া থাকে, যেমন পেও, পিতেছে, পিতেছিল পিয়াছে, পিয়াছিল পিবেক, পিয়া পিলে, পিবার। এই সকল স্থলে দেওন ক্রিয়ার ন্যায় ইহার রূপ হইয়া থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ।

যে সকল বিশেষণপদ ক্রিয়াগতকালের সাপেক্ষ হইয়া বস্তুর কাল সংক্রান্ত অবস্থাকে বহে তাহাকে ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহা যায়, যেমন তিনি পাঠকরত বাহিরে গেলেন অর্থাৎ তিনি এই কর্ত্তৃপদ পঠন ক্রিয়া সাপেক্ষ হইয়া গমন বিশিষ্ট হইলেন।

গৌড়ীয় ভাষাতে সকর্ম্মক ক্রিয়ার সহিত 'আ' কিম্বা 'ওয়া' প্রত্যয়ের যোগ হইলে সেই ক্রিয়ার কর্ম্ম প্রতীতি হয়, যেমন মারা পড়িল, এস্থলে মারা এই পদ কর্ম্ম।

কখন ঐ কর্ম্ম গুণাত্মক বিশেষণের ন্যায় পূর্ব্বে আইসে, যেমন চোরা দ্রব্য আনিয়াছে-এ উত্তম লেখা পুস্তক হয়। কখন যাওন ক্রিয়ার পূর্ব্বে আসিয়া উভয় মিশ্রিত হইয়া, কর্ম্মণি বাচ্য হয়, যেমন নদী দেখা যাইতেছে। ইহার বিশেষ বিবরণ ৭১ পৃষ্ঠে কর্ম্মণি বাচ্য প্রকরণে দেখিবে।

সংস্কৃত কর্ম্মণি বাচ্য প্রত্যয় সকল যাহার শেষে তকার কিম্বা তব্য থাকে, তাহা গৌড়ীয় ভাষাতে গুণাত্মক বিশেষণের ন্যায়ব্যবহারে আইসে, যেমন হতবুদ্ধি, বক্তব্য কর্ম্ম। সেইরূপ যাহার শেষে 'অনীয়' কিম্বা 'য' থাকে, যেমন দানীয়, দেয় ইত্যাদি।

যে সকল ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ যাহার শেষে 'আ' কিম্বা 'ওয়া' না থাকে তাহা গৌড়ীয় ভাষাতে চারি প্রকার হয়, যেমন মারিতে, করত, মারিয়া, দেখিলে।

এই চারি প্রকার কর্ত্তৃবাচ্য প্রত্যয়ের মধ্যে প্রথম প্রত্যয় 'ইতে' পর্য্যবসান হয় ইহাকে কর্ত্তৃনিষ্ঠ বর্ত্তমান কহি, যেহেতু ইহার ক্রিয়ার কাল আর এ যে ক্রিয়ার

সাপেক্ষ হয়, তাহার কালের সহিত সমান কাল হয়, যেমন রাম তাহাকে ভূমির উপর পড়িতে দেখিলেন, অর্থাৎ দেখন ক্রিয়ার ও পড়ন ক্রিয়ার কাল একই হয়। ইহা যখন পুনরুক্ত হয় তখন ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য কিম্বা আতিশয্যকে প্রতীতি করে, যেমন সে আপন শত্রুকে মারিতে২ নগরে প্রবেশ করিল, সে চলিতে২ মৃতপ্রায় হইল, কিন্তু লিপিতে ইহার প্রযোগকে সাধু প্রয়োগ জানেন না।

করা যে নাম ধাতু তাহার আভাগ স্থানে 'অত' আদেশ হইলে করিতে এই কর্ত্তৃবাচ্য প্রত্যয়ের পুনরুক্তি সমানার্থ হয়, যেমন তিনি শত্রুকে প্রহার করত বাহিরে গেলেন, অর্থাৎ তিনি শত্রুকে প্রহার করিতে২ বাহিরে গেলেন। এদ্বিতীয় প্রকার কর্ত্তৃনিষ্ঠ বর্ত্তমান হয় এবং পরে যে ক্রিয়ার সহিত ইহার অন্বয় হয় তাহার কর্ত্তাই ইহার কর্ত্তা হইয়া থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্ব উদাহরণে গেলেন ক্রিয়ার যে কর্ত্তা সেই প্রহার করত ইহার ও কর্ত্তা হয়, আর অনিয়ম সংযোগের ন্যায়, যাহা পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে, ইহার পূর্ব্বে সর্ব্বদা বিভক্তি রহিত কোন শব্দ থাকে যাহা ঐ উদাহরণে প্রহার পদ বিভক্তি রহিত রহিয়াছে কিন্তু যে কর্ত্তৃনিষ্ঠ বর্ত্তমানের 'ইতে' পর্য্যবসান হয়, তাহার পরের ক্রিয়ার সহিত এক কর্ত্তৃত্বের সর্ব্বদা নিয়ম নাই, যেমন তিনি তথায় না যাইতে আমি যাইব।

তৃতীয় প্রত্যয় যাহার 'ইয়া' দ্বারা সমাপ্তি হয়, ইহাকে ক্ত্বাচ কহি, যেহেতু পরের ক্রিয়া যাহার সহিত ইহার অন্বয় হয় তাহার কালের পূর্ব্বে ইহার কাল অভিপ্রেত হয় আর এই ক্ত্বাচ ও ইহার অন্বিত ক্রিয়া এ দুয়ের কর্ত্তা এক হইয়া থাকে, যেমন তিনি পুনঃ২যুদ্ধ করিয়া নানা দুঃখ পাইয়া শত্রুকে, জয় করিলেন। এস্থলে জয় করিবার কর্ত্তা ও যুদ্ধ করিবার ও দুঃখ পাইবার কর্ত্তা একহয় এবং জয় করিবার যে কাল তাহার পূর্ব্ব কাল যুদ্ধ করিবার ও দুঃখ পাইবার হইল।

চতুর্থ প্রকার প্রত্যয় যাহার 'ইলে' দ্বারা সমাপন হয়-যেমন করিলে, দেখিলে ইত্যাদি ইহাকে সম্ভাব্য ক্রিয়া কহি যে হেতু ইহা এক প্রকার সংযোজন প্রকারের প্রতিনিধি হয় ও সম্পূর্ণ অর্থ বোধের নিমিত্ত ক্রিয়ান্তরকে অপেক্ষা করে,যেমন তিনি আমাকে মারিলে আমি মারিব, অর্থাৎ যদি তিনি আমাকে মারেন তবে আমি তাহাঁকে মারিব, তিনি মারিলে আমি তাহাঁকে মারিতাম, অর্থাৎ তিনি যদি মারিতেন তবে আমি তাহাঁকে মারিতাম। এই পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার প্রত্যয়ান্ত শব্দ অব্যয় হয় আর ইহার পূর্ব্বস্থিত নাম কর্ত্তৃপদ হয় তাহা কখন তৎসহিত থাকে কখন বা অধ্যাহৃত হয় কেবল 'ইতে' ইহাতে

যাহার পর্য্যবসান হয়; তাহার কর্ম্ম পদ কখন বা পূর্ব্বে স্থিতি করে যেমন তাহাঁকে মারিতে দেখিলাম।

কর্তৃনিষ্ঠ বর্ত্তমান যাহার পর্য্যবসান 'ইতে' ইহাতে হয় এবং ভুতাচ যাহার পর্য্যবসান 'ইয়া' ইহাতে হয়, এবং সম্ভাব্য ক্রিয়া যাহার পর্য্যবসান 'ইলে, ইহাতে হয়, এ তিন অকর্ম্মক ক্রিয়া হইতেও নিঃসৃত হয় যেমন শুইতে, শুইয়া, শুইলে, সুতরাং পূর্ব্বমত ইহারা অব্যয় হয়।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে ক্রিয়া প্রকরণে যে উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে তৎদ্বারা বিদিত হইবেক যে ঐ চারি প্রকার প্রত্যয়ান্ত পদ তাবং ক্রিয়া হইতে রচিত হইয়া থাকে অতএব অকর্ম্মক ক্রিয়া হইতে যাহা নিঃসৃত হয় তাহাকে অকর্ম্মক কহি আর সকর্ম্মক ক্রিয়া হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকে সকর্ম্মক কহি যেমন তিনি শুইলে, আমি শুইব, এ সংবাদ জানিয়া স্তব্ধ হইলাম।

সংস্কৃত কৃদন্ত যাহা 'তা' কিম্বা 'অক' অথবা 'অন' ইহাতে পর্য্যবসান হয় যেমন দাতা, সেবক, ভোজন ইত্যাদি। তাহা গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্যরূপে ব্যবহারে আসিয়া থাকে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিশেষণীয় বিশেষণ।

বাক্যের অন্তর্গত কোন২ বিশেষণের অবস্থা যাহার দ্বারা ব্যক্ত হয় তাহাকে বিশেষণীয় বিশেষণ কহি, সেই বিশেষণ গুণাত্মক কিম্বা ক্রিয়াত্মক অথবা কৃদন্ত কখন বা বিশেষণীয় বিশেষণ হইয়া থাকে। যেমন তিনি অত্যন্ত মৃদু হন, তিনি শীঘ্র যাইতেছেন, তিনি তথায় ঝটিতি যাইয়া পুনরায় আইলেন, তিনি অত্যন্ত শীঘ্র গেলেন।

বিশেষণীয় বিশেষণ সকল প্রায়ই অব্যয় হয়, কিন্তু কোন বিশেষ অর্থ জ্ঞাপনের নিমিত্ত ব্যবহারে আইলে, উহার পরে 'ই' কিম্বা 'ও' ইহার সংযোগ হইয়া থাকে যেমন এখনই যাও অর্থাৎ এইক্ষণমাত্রে, যাও এখনও আইলেন না, অর্থাৎ পুর্ব্বে আসা দূরে থাকুক এ পর্য্যন্ত আইলেন না।

গৌড়ীয় ভাষাতে কতিপয় শব্দ এরূপ হয় যে কখন বিশেষণীয় বিশেষণরূপে প্রয়োগে আইসে, কখন গুণাত্মক বিশেষণরূপে কখন বা বিশিষ্যের ন্যায় ব্যবহার করা যায়, যেমন তোমার যাইবার পূর্ব্ব তিনি আসিয়াছেন, এবাক্যে পূর্ব্ব শব্দ বিশেষণীয় বিশেষণ হইল, পূর্ব্ববৃত্তান্ত শুনিয়াছি, এরূপ বাক্যে পূর্ব্ব শব্দ কেবল বিশেষণ হইয়াছে।

অনেক শব্দ যাহার বিশেষণীয় বিশেষণরূপে প্রয়োগ হয়, বিশেষতঃ যাহারা স্থান কিম্বা সময়কে কহে সে সকল শব্দ অধিকরণ চিহ্ন যে 'এ' 'এতে' 'য়' গ্রহণ করিয়া থাকে, যেমন পর, পরে, নিকট নিকটে, ইত্যাদি।

পরের গণিত শব্দ সকল যাহা প্রায় ভূরি প্রয়োগে আইসে তাহা সকল বিশেষণীয় বিশেষণ হয়, তাহার উদাহরণ ও এই স্থলে ভূরি দেওয়া যাইতেছে। একবার, যেমন একবার দেও, অর্থাৎ দান ক্রিয়ার একাবৃত্তি বুঝায়, এইরূপ দুইবার তিনবার ইত্যাদি, একেবারে, যেমন সকল একেবারে দেও, অর্থাৎ দেয় বস্তুর সাকল্যকে এবং সকৃদাবৃত্তিকে বুঝায়, এইরূপ দুইবারে তিনবারে ইত্যাদি। বার২, পুনঃ২, আরবার, পুনর্ব্বার, পুনরায়, এই সকল শব্দ প্রায় একার্থ হয়। প্রথমে, যেমন তাহাকে প্রথমে দেও, শেষে, সর্ব্বশেষে, যেমন এসন্তান সর্ব্বশেষে জন্মিয়াছে। মধ্যে, মাঝে, দুই একার্থ, ক্রমে, ক্রমে২, অল্পে২ যেমন তিনি ক্রমে২ শত্রুর রাজ্য জয় করিলেন। ধীরে অথবা ধীরে২ প্রায় দুই একার্থ, মন্দ২ যেমন বায়ু মন্দ২ বহিতেছে। শীঘ্র, ত্বরায়, বেগে, প্রায় একার্থশব্দ হয়। অতি, অতিশয়, অত্যন্ত, অতি বাদ, এসকল শব্দ গুণের কিম্বা ক্রিয়ার অবস্থার বাহুল্যকে কহে, ইহারা অন্য বিশেষণীয় বিশেষণ শব্দের আধিক্য

বোধেরনিমিত্ত তাহার অগ্রে আসিয়া থাকে, যেমন অতিশীঘ্র যাইতেছেন, অতিধীরে রথ চলিতেছে, অতিপ্রাতে অত্যন্ত রৌদ্র, অতিশয় ক্রোধ, এমংস্থলে অতি প্রভৃতি বিশেষণীয় বিশেষণ সকল গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের ন্যায় প্রযুক্ত হয়। এথা, আর এথায়, সেথায়, যথায়, তথায়, যেমন তুমি যথায় থাকিবে, আমি তথায় থাকিব, কখন তথায় ইহা উহ্য হয়, যেমন যথায় তুমি যাইবে, আমি যাইব, অর্থাৎ তথায় আমি যাইব। যথা তথা, অথবা যেথা সেথা, কখন অগৌরব স্থানকেও বুঝায়, যেমন ইহা বিশিষ্ট লোকের কর্ত্তব্য নহে, যে যথা তথা গমন করেন। কোথা, কোথায়, ইহার প্রয়োগ প্রশ্নে হয়, যেমন কোথায় গিয়াছিলে, এখানে, এথায়, দুই সমানার্থ সেইরূপ যেখানে যথায় ও সেখানে তথায় ইহা ও সমানার্থ হয়। ওখানে অনতিদূর স্থানেতে বুঝায়।

দূরে, নিকট, নিকটে, সম্মুখে আগে, সাক্ষাতে, পশ্চাৎ, পশ্চাতে, পাছে, পার্শ্বে, পাশে অনুসারে ইত্যাদি শব্দ সকল কোন এক পূর্ব্বের ষষ্ঠ্যন্ত নামের অপেক্ষা করে, যেমন রামের নিকট যাও, তাহার পশ্চাতে চলিল ইত্যাদি এবে, এখন, আজি, পূর্ব্ব, পূর্ব্বে, পর, পরে, কালি, কল্য, পরশ্ব প্রভাতে প্রত্যুষে, সকালে, ভোরে, প্রাতে, বৈকালে,

রাত্রে, রাত্রিতে, রাত্রিকালে, দিবাতে, দিবাভাগে, দিবসে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে, বেলায়, প্রতিদিন, প্রতিসপ্তাহে, প্রতিমাস, প্রতিবর্ষ, সদা, সর্ব্বদা, সর্ব্বক্ষণ, ইত্যাদি শব্দ সকল কাল বাচক বিশেষণীয় বিশেষণ হয়। কদাচ অর্থাৎ কোন এক সময় ইহার প্রয়োগ প্রায় অভাবের সহিত হয় যেমন কদাচ দিবনা ইত্যাদি, আর কদাচিৎ অর্থাৎ কোন এক অল্প সময়, যেমন কদাচিৎ এরূপ হয় ইত্যাদি। যাবৎ, যেপর্য্যন্ত, তাবৎ, সেপর্য্যন্ত। কোন বিশেষ্য শব্দের পূর্ব্বে যাবৎ কিম্বা তাবৎ শব্দ থাকিলে সমুদায় বাচক হয় সুতরাং গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, যেমন যাবৎ বস্তু এ সংসারে দেখি সকল নশ্বর, তাবৎ মনুষ্য দুঃখভাগী হন,। যখন এশব্দের নিয়ত তখন শব্দ হয়, যেমন তুমি যখন যাইবা, তখন আমি যাইব, কবে অর্থাৎ কোন দিবস, কখন অর্থাৎ কোন সময়, সর্ব্বদা প্রশ্নে ব্যবহৃত হয়, তবে শব্দ সংযোজন প্রকারে পরের ক্রিয়ার সহিত প্রায় আসিয়া থাকে ইহার বিবরণ পূর্ব্বে আছে।

যত ইহার নিয়ত তত শব্দ হয়। এত, কত, কেন, প্রায়, যেমন, কেমন, ইত্যাদি শব্দও এইপ্রকরণে গণ্য যায়! যেমন ইহার নিয়ত তেমন শব্দ হয়, এমন অর্থাৎ

এপ্রকার কেমন অর্থাৎ কিপ্রকার, যেমন কেমন আছেন, তিনি কেমন মনুষ্য হন, কেমনে অর্থাৎ কিপ্রকারের, যেমন কেমনে তাহাকে পাইব।

কিছু, অধিক, যথেষ্ট, না, নাই, নহে, হঠাৎ দৈবাৎ অকস্মাৎ, বুঝি, ভাল, যথার্থ, হাঁ, বটে, পরস্পর, পরস্পারায়, অধিকন্তু, পূর্ব্বাপর এ সকল শব্দও এপ্রকরণে গণনা করাযায়, গুণবাচক শব্দের পরে 'পূর্ব্বক' ইহার প্রয়োগ দ্বারা বিশেষণীয় বিশেষণের তাৎপর্য্য অনেক স্থানে ব্যক্ত করাযায়, যেমন তিনি ধৈর্য্যপুর্ব্বক যুদ্ধ করিলেন, বিচক্ষণতাপূর্ব্বক আপন পরিবারের প্রতিপালন করিতেছেন।

যে২শব্দ 'খান' ইহাতে পর্য্যবসান হয় যেমন সেখান আর তথা, যথা, ইত্যাদি। যে২শব্দের 'খন' ইহাতে পর্য্যবসান হয় যেমন এখন, তখন, ইত্যাদি, এবং পূর্ব্ব, কল্য, কালি পরশ্ব, আজি, আপন, এসকলের পরে সম্বন্ধ বোধের নিমিত্ত 'কার' প্রত্যয় হইয়া থাকে, যেমন সেখানকার সমাচার, তথাকার বৃত্তান্ত এখনকার মনুষ্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সম্বন্ধীয় বিশেষণ।

যেশব্দ অন্য শব্দের পূর্ব্বে বা পরে উচিত মতে স্থিত হইলে তাহার সহিত অন্য নাম কিম্বা ক্রিয়ার সম্বন্ধকে বোধ করায় তাহাকে সম্বন্ধীয় বিশেষণ কহি।

যেমন সে নগর হইতে গেল, এস্থলে নগরের সহিত গমনের সম্বন্ধ বুঝাইল, অর্থাৎ গমনের আরম্ভ নগর অবধি হয়। রামহইতে রাজা পত্র পাইলেন এস্থলে ‘হইতে’ এইসম্বন্ধীয় বিশেষণ পত্রের সহিত রামের সম্বন্ধ বুঝাইলেক অর্থাৎ রামের লিখিত অথবা প্রস্থাপিত পত্রছিল। রামের প্রতি তিনি ক্রুদ্ধ আছেন, এস্থলে প্রতি এই সম্বন্ধীয় বিশেষণ রামের সহিত ক্রোধের সম্বন্ধ দেখাইলেক অর্থাৎ রামের উদ্দেশে ক্রোধ হইয়াছে। সহিত, এইশব্দ একের সঙ্গে অপরের একত্র হওনকে বুঝায় আর পূর্ব্বের সংজ্ঞাকে কিম্বা প্রতি সংজ্ঞাকে ষষ্ঠ্যন্ত করায় যেমন দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিয়াছে, আমার সহিত আইস।

বিনা, সহিতের বিপরীতার্থকে কহে, অর্থাৎ দুই বস্তুর একত্র হওনের অভাবকে বুঝায়, আর ইহার পূর্ব্বের শব্দ কর্ত্তৃপদবৎ হয় যেমন ধর্ম্মবিনা জীবন বৃথা হয়। তিনি বিনা কে রক্ষা করিতে পারে।

'হইতে' 'থেকে' পার্থক্যার্থে প্রয়োগহয় যদিও সেপার্থক্য কখন লক্ষণা হয়, ইহার পূর্ব্বে যে শব্দ তাহা হইতে পার্থক্য বুঝায় এবং সে শব্দ কর্তৃ পদের ন্যায় হয়, যেমন বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে তোমাহইতে কেহ কষ্ট পায়না। তিনি ঘরথেকে বাহিরে গেলেন কখন কর্তৃত্ব সম্বন্ধকে বুঝায়, যেমন কুম্ভকার হইতে ঘট জন্মে, কখন অপেক্ষা কৃত ন্যূন অর্থ বুঝায়, যেমন রাম হইতে শ্যাম পটুতর হন।

'দ্বারা' শব্দ করণের অর্থবোধক হয়, আর ইহার পূর্ব্বের শব্দ প্রায় ষষ্ঠ্যন্ত হয়, যেমন হস্তের দ্বারা তিনি মারিলেন, দিয়া এ শব্দও দ্বারার সমানার্থ হয় কিন্তু ইহার পূর্ব্বের নাম কর্তৃ পদের ন্যায় হয় যেমন ছুরিদিয়া লেখনী প্রস্তুত করিলেন।

প্রতি শব্দ কর্ম্মের অর্থ বোধক হয় এবং যাহার সহিত ইহার সম্বন্ধ অভিপ্রেত হয়, তাহার প্রয়োগ ষষ্ঠ্যন্ত হইয়া থাকে যেমন তিনি রামের প্রতি দয়া করেন।

'পানে' এশব্দ নৈকট্য বোধক হয়, কিন্তু ঐ নৈকট্য সম্বন্ধ প্রায় বাস্তবিক হইয়া থাকে, যেমন রামের পানে দৃষ্টি করিলেন, গাছের পানে তীর গেল 'উপর' ঊর্দ্ধভাগকে কহে, কখন তাহার লাক্ষণিক প্রয়োগ হয়, এবং

যাহার উর্দ্ধভাগ বিবক্ষিত হয় সে ষষ্ঠ্যন্ত হইয়া থাকে, যেমন পর্ব্বতের উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, তোমার উপর একশত টাকা হইয়াছে।

'হইতে' এবং 'কর্তৃক' এই দুইশব্দের যোগে আমি স্থানে আমা, তুমি স্থানে তোমা, সে স্থানে তাহা, এ স্থানে ইহা, ও স্থানে উহা, যে স্থানে যাহা, কে স্থানে কাহা, আদেশ হইয়া থাকে, যেমন আমাহইতে, তোমা-হইতে, আমাকর্তৃক, তোমাকর্তৃক, ইত্যাদি।

কিন্তু 'প্রতি' এই সম্বন্ধীয় বিশেষণের পূর্ব্বে ঐ সকল আদেশ বিকল্পে হয়, যেমন আমাপ্রতি, তোমাপ্রতি, আমারপ্রতি, তোমারপ্রতি, ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধীয় বিশেষণ সকল অব্যয় হয়, কিন্তু 'নীচে' 'মধ্যে' 'জন্যে' 'উপরে' 'ভিতরে' 'উচ্চে' ইত্যাদি কতিপয় শব্দ যদিও অধিকরণ পদের ন্যায় দৃষ্ট হই-তেছে, তথাপি ইংরাজী বৈযাকরণদের মতে এসকলও সম্বন্ধীয় বিশেষণের মধ্যে গণিত হয়, যেমন পৃথিবীর নীচে জল সর্ব্বদা পাওয়া যায়, তিনি সকলের উচ্চে স্থিতিকরেন, তোমাদের মধ্যে নীতি ভাল, সংসারের মধ্যে অনেক প্রকার বস্তু দেখাযায়, তোমার জন্যে আমি তাঁহার অপ-রাধ ক্ষমা করিলাম, বৃক্ষের উপরে, ঘরের ভিতরে। কখন

এসকল শব্দও কর্ত্তৃ পদের ন্যায় ব্যবহারে আইসে তৎকালে গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের ন্যায় বিশেষ্য শব্দের সহিত প্রয়োগ হয়, যথা নীচ ভূমি, উচ্চ স্থান, ইত্যাদি।

সঙ্গে, সাতে, ইহাদের সাহিত্য অর্থে প্রয়োগ হয়, আর ব্যতিরেক, ব্যতিরেকে, ইহারা বিনা এই অর্থে প্রয়োগ হয়, যেমন তোমার সঙ্গে, বা, তোমার সাতে, যাইব, ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে, বা, ব্রাহ্মণ ব্যতিরেক বেদের অর্থ কেহ জানেনা ইত্যাদি।

অনেক সংস্কৃত শব্দ যাহা গৌড়ীয় ভাষায় ব্যবহৃত হয় তাহার ভূরি শব্দ সংস্কৃত সম্বন্ধীয় বিশেষণ অর্থাৎ উপসর্গ যোগে নিষ্পন্ন হয় সে উপসর্গের পৃথক্ প্রয়োগ হয় না, এবং তাহারা সংখ্যাতে বিংশতি ও অব্যয় হয় ঐ সকলের যে শব্দের সহিত সংযোগ হয়, তাহার অর্থের প্রায় অন্যথা কিম্বা ন্যূনাধিক্য করিয়া থাকে, যেমন দান এই শব্দ আ এই উপসর্গের সংযোগ দ্বারা আদান হয় ও পূর্ব্বের অর্থকে বিপরীত করে, অর্থাৎ দেওনকে না বুঝাইয়া গ্রহণকে বুঝায়, জয়, পরা উপসর্গের সংযোগের দ্বারা পরাজয় হয়, এ স্থানে পূর্ব্বার্থের বিপরীতার্থ বোধ করায় অর্থাৎ অন্যকে আক্রমণ করা না বুঝাইয়া অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া বুঝাইলেক। নাশ ইহার 'বি' উপসর্গ যোগ দ্বারা

বিনাশ শব্দ নিষ্পন্ন হয় এবং অর্থের আধিক্য বুঝায় অর্থাৎ বিশেষ নাশকে বোধ করায়। কোন কোন স্থলে উপসর্গ যোগ হইলেও পূর্ব্বার্থেরই প্রতীতি হয়, যেমন সৃতি, প্রসৃতি।

উপসর্গের জ্ঞানাধীন কোন্২ শব্দ উপসর্গ যোগে নিষ্পন্ন হয় ইহার জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারে এনিমিত্ত উপ-সর্গের গণনা করা যাইতেছে, ১ প্র, যেমন প্রকাশ ইত্যাদি ২ পরা, পরামর্শ ইত্যাদি, ৩ অপ, অপকর্ম্ম ইত্যাদি, ৪ সং সংস্পার্শ ইত্যাদি, ৫ নি, নিয়ম ইত্যাদি, ৬ অব, অবকাশ ইত্যাদি, ৭ অনু, অনুমতি ইত্যাদি, ৮ নির, নিরর্থক ইত্যাদি, ৯ দুর, দুর্গম দুরন্ত ইত্যাদি, ১০ বি, বিপদ বিস্ময় ইত্যাদি, ১১ অধি, অধিপতি, ১২ সু, সুকত ইত্যাদি ১৩ উৎ উৎকৃষ্ট, ১৪ পরি, পরিচয় ইত্যাদি, ১৫ প্রতি, প্রতিকার ইত্যাদি, ১৬ অভি, অভিধান ইত্যাদি, ১৭ অতি, অতিক্রম ইত্যাদি, ১৮ অপি, অপিধান, ১৯ উপ, উপকার, ২০ আ, আকাঙ্ক্ষা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ।

যে কোন শব্দ দুই বাক্যের অন্তর্গত হইয়াঐদুয়ের তাৎপর্য্যকে পৃথক্‌রূপে অথবা সাহিত্যে বোধ করায় কখন বা পদদ্বয়ের মধ্যে উচিতমতে বিন্যস্ত হইয়া এক ক্রিয়াতে ঐ দুয়ের সমান রূপে সম্বন্ধ বোধ জন্মায় তাহাকে সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ কহি। যেমন রাম এ নগরে বাস করিবেন যদি রাজাকে ধার্ম্মিক দেখেন। রাম নগরে গেলেন কিন্তু শ্যাম তাহার সঙ্গে গেলেন না। রাম ও শ্যাম উভয়ে বিজ্ঞ হয়েন, এ স্থলে 'যদি' শব্দের দ্বারা সাহিত্য 'কিন্তু' শব্দের দ্বারা পার্থক্য 'ও' শব্দের দ্বারা সমতারূপে ক্রিয়া সম্বন্ধ বুঝাইল।

গৌড়ীয় ভাষাতে সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ শব্দ সকল অব্যয় হয় তাহার গণনা করা যাইতেছে, এবং যেং শব্দের প্রয়োগের নিশ্চয় হঠাৎ বোধ না হয় তাহার উদাহরণও দেওয়া যাইতেছে।

এবং, যদি, যদ্যপি, তবে, যে, যেমন তিনি কহিলেন যে তোমার সহিত তাঁহার শত্রুতা নহে। যেহেতু, কেননা, কারণ, অতএব, একারণ, এনিমিত্তে, ও, আর, কিন্তু, বরং, তথাপি, তত্রাপি, তবু, যেমন বরং আমি দেশ ত্যাগ করিব, তথাপি (তত্রাপি তবু) দুষ্ট রাজ্যে

থাকিবনা 'যদ্যপিও, যেমন যদ্যপিও ব্রাহ্মণ অতিশয় মান্য হন। কিম্বা, অথবা, বা, অনিশ্চয় স্থলে প্রয়োগ হয়, যেমন আমি বা যাই, তিনি বা না যান, ইত্যাদি। আমি তাহার বাটী যাইব না, যদিও (যদ্যপিও) তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, ইত্যাদি স্থলে অর্থাধিক্যার্থে যদ্যপিও, যদিও ইহার প্রয়োগ হয়।

পূর্ব্বোক্ত সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ সকল পদদ্বয়ের অন্বয় বোধে প্রযুক্ত হয়।' কেবল, এবং, আর, ও, কিম্বা, ইহারা পদদ্বয়ের অথবা শব্দদ্বয়ের অন্বয় বোধে ব্যবহারে আইসে প্রথমের উদাহরণ, আমি পড়িতেছি এবং আমার ভ্রাতা পড়িতেছেন, দ্বিতীয়ের উদাহরণ, আমি আর আমার ভ্রাতা পড়িতেছি। তিনি থাকিবেন, কিম্বা আমি থাকিব, আমি অথবা তিনি থাকিবেন। 'ও' যখন সমুচ্চয়ার্থে এবং অর্থাধিক্য বিষয়ে কোন সংজ্ঞার কিম্বা প্রতি সংজ্ঞার পরে প্রযুক্ত হয় তখন অন্য একবাক্য সে উক্ত কিম্বা উহ্য হউক তাহার সহিত অন্বয় বোধক হয়, যেমন আমিও যাইব, অর্থাৎ তুমি যাইতেছ, এ বাক্য উহ্য হইয়াছে, তুমি যাই-তেছ, আমিও যাইব, আমাকেও তুচ্ছ করিলেক অর্থাৎ সে পূর্ব্বে অন্য সকলকে তুচ্ছ করিয়াছিল, এখন আমাকেও তুচ্ছ করিলেক।

নবম পরিচ্ছেদ।

অন্তর্ভাব বিশেষণ।

যে সকল শব্দ বক্তার অন্তঃকরণের ভাবকে কখন বাক্যস্থিত হইয়া কখন বা কেবল স্বয়ং উচ্চারিত হইয়া বোধ জন্মায় তাহাকে অন্তর্ভাব বিশেষণ কহি, যেমন হায় আমি অযোগ্য কর্ম্ম করিলাম। এপ্রকার শব্দ সকল নানা বিধ অন্তঃকরণের ভাব সকল কহত নানা প্রকার হয় ইহার মধ্যে কতিপয় শব্দ চিন্তা অথবা বেদনাকে জানায়, যেমন হায়, আঃ, উঃ, ইত্যাদি। আর কয়েক শব্দ রক্ষার প্রার্থনাতে প্রয়োগ হয়, যেমন ত্রাহি, দোহাই ইত্যাদি। আহা, এ দয়ার সূচক হয়,। হা, খেদোক্তি। ছি, ঘৃণাবোধক, আচ্ছা, বাহবা, উত্তম, ইত্যাদি প্রশংসা সূচক, হাঁ, ইত্যাদি স্বীকারার্থ। হাঁ হাঁ, ঝটিতি বারণার্থ। মহাভারত, রামং, অযোগ্য বিষয়ের সূচক। আশ্চর্য্য, কিআশ্চর্য্য ইত্যাদি অদ্ভুত বোধক। আভিমুখ্য প্রার্থনাতে ও, হে, গো, রে, লো, ইত্যাদি ব্যবহার হইয়া থাকে, যাহাকে সম্বোধন বোধক অব্যয় শব্দ কহিয়া থাকেন। লো, ইহার প্রয়োগ স্ত্রীলোকের সম্বোধনে, আর রে ইহার প্রয়োগ পুরুষের সম্বোধনে অসম্মানার্থে হইয়া থাকে, গো উভয় সম্বোধনে সামান্য আদরে প্রয়োগ হয়, হে, কেবল পুরুষ সম্বোধনে অথবা জন সমূহের সম্বোধনে প্রযুক্ত হয় এবং গো হইতেও

ন্যুনাদরে ব্যবহার করা যায়। ও, সর্ব্ব সাধারণ সম্বোধনে উক্ত হয় এবং সম্বোধ্যের পূর্ব্বে সর্ব্বদা আইসে, যেমন ও মহারাজ ও মহাশয় ও ঠাকুর ইত্যাদি।

কিন্তু ও ভিন্ন সম্বোধন বাচক সকল শব্দ নামের পরে অথবা নিযোজন প্রকার এবং সংযাচন প্রকারে ক্রিয়ার পরে কিম্বা প্রশ্নের সূচক বাক্যের পরে আসিয়া থাকে, যেমন ভাই হে, মা গো, মাগি লো, ভৃত্য রে, দেও হে, দেখ গো, খা রে, যা লো, খাবে না হে, খাবে না গো, খাবি না লো, খাবি না রে, খাবে হে, খাবে গো, খাবি লো, খাবি রে, এই সকল কখন২ প্রশ্ন সূচক শব্দের পরে ও আইসে যেমন কি হে, কেন গো, কোথা রে, কবে লো।

যদি 'ও' ঐ সম্বোধন শব্দের সহিত সংযুক্ত হয় তবে এসকল সম্বোধন শব্দ নামের পূর্ব্বেও আসিয়া থাকে, যেমন ওহে ভাই, ও গো পণ্ডিত, ওলো মাগি, ওরে ভৃত্য। ঐ সকল সম্বোধন শব্দ 'ও' ইহার পূর্ব্ববৎ সংযুক্ত হইলে কখন২ স্বয়ং স্থিতি করে, নামের কিম্বা বাক্যাদির অপেক্ষা করে না, কিন্তু সম্বোধ্য প্রত্যক্ষ থাকিলে এরূপ প্রয়োগ হয় যেমন ওহে, ওগো, ওরে, ওলো,। যখন সম্বোধ্য পূজনীয় কিম্বা অতিমান্য হয় তখন 'হে' ইহার প্রয়োগ স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সম্বোধনে সংস্কৃতের ন্যায় হইয়া থাকে, যেমন হে সূর্য্য, হে লক্ষ্মি, হে মহারাজ ঐশ্বর্য্যে অন্ধ হইওনা।

দশম পরিচ্ছেদ।

এক সম্পূর্ণ বাক্য অন্তত দুই শব্দের অন্বয় ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, অর্থাৎ এক নাম ও এক ক্রিয়া, উহ্য হউক কিম্বা উক্ত হউক, মিলিত হইয়া হয়, যেমন রাম যান। যদি ক্রিয়া সকর্ম্মক হয় তবে উহ্য কিম্বা উক্ত কর্ম্মের অপেক্ষা করে, যেমন রাম তাহাকে মারিলেন, ঐ নামের সহিত গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের ও ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়া বিশেষণ শব্দের প্রয়োগ হইয়া এক বাক্যে অনেক শব্দের সঙ্কলন হইতে পারে কিন্তু বাক্য দুই শব্দের ন্যূনে কদাপি হয় না। ভূরি শব্দ সঙ্কলিত বাক্যের উদাহরণ, দুর্বৃত্ত প্রভু ভৃত্যকে আপন ঘরে কিম্বা পরের ঘরে অন্যায় পূর্ব্বক অতিশয় নিগ্রহ করে এবং তাহাকে পশুর ন্যায় বরঞ্চ পশু হইতে অধম জ্ঞান করে।

ক্রিয়ার সহিত অন্বিত যে নাম কিম্বা প্রতি সংজ্ঞা, তাহার শুদ্ধ নামের ন্যায় প্রয়োগ হয়, কিঞ্চিৎও বৈলক্ষণ্য থাকে না, তাহাকে অভিহিত পদ কহি, যেমন রাম যাইতেছেন।

অভিহিত পদের প্রথমপুরুষ, দ্বিতীয়পুরুষ, তৃতীয়পুরুষ ভেদেই ক্রিয়ার রূপান্তর হইয়া থাকে, লিঙ্গ এবং সংখ্যাতে কোন বিশেষ নাই, যেমন আমি যাইব, তুমি যাইবে, তিনি যাইবেন।

বাক্য প্রায় বিশেষ্য শব্দের অভিহিত পদে আরব্ধ হয়, কিন্তু যদি গুণাত্মক বিশেষণ শব্দ থাকে তবে সুতরাং তাহার পূর্ব্বে আসিবেক, আর বাক্য শেষে সর্ব্বদা ক্রিয়া আসিয়া থাকে, কিন্তু বাক্যের অন্য অঙ্গ, যেমন ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ ও বিশেষণীয় বিশেষণ এবং সম্বন্ধীয় বিশেষণ ও সমুচ্চয়ার্থ বিশেষ্যকে অন্তর্ভাব বিশেষণ, ইহাদের জন্যে বাক্যেতে কোন বিশেষ স্থান নির্ণয় নাই তাহাদের উদাহরণ পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যাহা লেখা গিয়াছে তদৃষ্টিতে তাহাদের প্রয়োগ করিবে, যেমন এক বৃহৎ ব্যাঘ্র বন হইতে গ্রামের মধ্যে রাত্রিকালে প্রবেশ করিয়া তথায় নানা উপদ্রব ভূরিকাল ব্যাপিয়া করিতেছিল পরে এক সাহসান্বিত মনুষ্য সেই পশুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিলেক সেই অবধি গ্রামের লোক স্বচ্ছন্দতা পূর্ব্বক আপন২ কর্ম্ম করিতেছে।

এ প্রকার বিশেষণীয় বিশেষন যেমন ভাল, মন্দ ইত্যাদি, তাহারা যুক্ত ও অযুক্ত ক্রিয়ার পূর্ব্বেই আইসে, যেমন সে ভাল লেখে, সে ইংরেজী ভাল পড়ে।

কখন২ বাক্য, বিশেষত ক্ষুদ্র বাক্য, অভিহিত পদ ব্যতিরেকেও অন্য পরিণামের পদে আরব্ধ হয়, যেমন তাহাকে আমি কদাচ ত্যাগ করিব না। মনুষ্যের চরিত্র

মনুষ্যকে মান্য কিম্বা অমান্য করে, সুনীতি ব্যক্তির বিদ্যা অতিশোভার কারণ হয়। যাহাহইতে লোকে নির্ব্বাহের বিঘ্ন হয়না সে সুনীতি মনুষ্য হয়।

'তো' ইহা কখন২ কথোপকথনে ও কবিতায় অভিহিত পদের অথবা তাহার ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়, যেখানে প্রয়োজন সিদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ জন্মে অথবা ক্রিয়াতে নিশ্চয় জানাইবার অভিপ্রায় থাকে, যেমন আমি তো যাই, অর্থাৎ আমি যাই যদ্যপিও কার্য্য সিদ্ধির নিশ্চয় নাই। আমি তো করিব অর্থাৎ আমি অবশ্যই করিব অন্যে করে বা না করে। কিন্তু অভিহিতপদ ভিন্ন অন্য কোন পরিণামের সহিত সংযুক্ত হইলে প্রায় কোন বিশেষ অর্থ সূচক হয়না, কখন বা নিশ্চয়ার্থ বোধক হয়, যেমন তাহাকে তো দেখিব, অর্থাৎ তাহাকে অবশ্য দেখিব। সেইরূপ কথোপকথনে ও কবিতায় 'কো' ইহার সংযোগ অভাব ঘটিত ক্রিয়ার সহিত কদাচিৎ প্রযুক্ত হয় ইহাতে কোন অর্থান্তরের বোধ হয় না, যেমন আমি যাব না কো, অর্থাৎ আমি যাব না, আমি গেলেম না কো, অর্থাৎ আমি গেলেম না।

পরে লিখিত বাক্য সকলের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে বক্তা ও যাহার প্রতি বলাযায় এ উভয়ের মর্য্যাদানুসারে নানাপ্রকার

বাক্য প্রবন্ধ হয়, তাহার মধ্যে যে সকল ভাষাতে পারশ্য শব্দ আছে তাহাদিগকে গৌড়ীয় ভাষাতে হিন্দুস্থানীয় ভাষার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যেমন ভৃত্য অতি মর্য্যাদা-বান্ প্রভুর আদেশ জানিবার নিমিত্ত, এইরূপ কহিয়া থাকে যে ভৃত্য কিম্বা এ গোলাম হাজির আছে হজুর হইতে কি আজ্ঞা হয়।

প্রধান জাতীয় লোককে দীনে প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষায় এরূপ কহিয়া থাকে যে অনেক দিবস ঐ পাদ পদ্ম ধ্যান করিতেছি, ঠাকুরের কৃপাবিনা নিস্তার নাই।

প্রধান মনুষ্যকে সাপেক্ষ ব্যক্তি এইরূপ কহিয়া থাকে যে এ পরিজন মহাশয়ের অনেক ভরসা রাখে।

মহাশয় এবং আপনি তুল্য মর্য্যাদাবান বিশিষ্ট লোকেরা পরস্পর কহিয়া থাকেন, এ দুই শব্দের সহিত তৃতীয় পুরুষের ক্রিয়া প্রয়োগ হইয়া থাকে যাহা ৪১ পৃষ্ঠে লিখিয়াছি, মহাশয় কিম্বা আপনি কি করিতেছেন।

আপন হইতে কনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি তুমি পদ প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং কখন২ সমান ব্যক্তির প্রতি ও পর-স্পর অধিক সখ্যতা থাকিলে প্রয়োগ হয়, যেমন তুমি পত্র প্রস্তুত করিয়াছ।

সমাপ্ত।